জাহান্নাম : দুঃখের কারাগার

মূল
ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

অনুবাদ
আম্মার মাহমুদ

সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

জাহান্নাম : দুঃখের কারাগার

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭

www.facebook.com/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

pothikshop.com

islamicboighor.com

islamiboi.net

ruhamashop.com

raiyaanshop.com

মুদ্রিত মুল্য: ৩০০/-

অর্পণ

মুহতারাম আবদুল গফুর বিন মিন্নাত আলী দা.বা.
এর হায়াতে তাইয়্যেবাহ কামনায়...

অনুবাদকের মুখবন্ধ

আমার মহান রবের যেরূপ প্রশংসা করছি, যেরূপ প্রশংসার তিনি যোগ্য। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের প্রতি।

জাহান্নাম। একটি ভয়ংকর জায়গা। একটি দুঃখের কারাগার। কষ্টের অতল দরিয়া। জাহান্নামের আযাব এবং শাস্তির কথা বলে শেষ করা যাবে না। যে ব্যথা খুবই মারাত্মক। মানুষ কীভাবে এ জাহান্নামকে চিত্রায়িত করবে। কীভাবে কল্পনা কিংবা বর্ণনা করবে জাহান্নামের ইতিবৃত্ত কিংবা আদি-অন্ত।

জাহান্নামের নির্যাতনে চিৎকার, দুঃখ, হতাশা, উদ্বেগ, ভয়, আঘাত, ব্যথা, ক্ষতি এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, মানুষ মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তারা সেখানে কোনোদিনও মৃত্যুবরণ করতে পারবে না।

জাহান্নামের আযাব এবং কষ্ট কখনো শেষ হবার নয়। যাকে বলা হয়—ব্যথার পর ব্যথা, যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা। চিৎকার আর আর্তচিৎকার। কুৎসিত আর ভীবৎসরূপ। জাহান্নাম সম্পর্কে সামান্য বর্ণনা শুনেই মানুষের হৃদয় আঁতকে উঠে। হৃদয়ে আঘাত অনুভব করে। খুব বেশি ভয় পায়। এ বেদনাদায়ক স্থানে কেউ যেতে চায় না।

মানুষ জাহান্নাম দেখেনি, জাহান্নামের ঘ্রাণও পায়নি কিংবা জাহান্নামের গর্জনও শুনেনি। তাহলে শুধু বর্ণনা শুনেই কেন ভয় পাচ্ছে? বর্ণনার চেয়েও জাহান্নাম আরো ভয়াবহ হবে। জানি না, আমাদের রব জানেন।

সে কারণেই মহান রব আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য বারবার আদেশ করেছে—"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাঁদেরকে যা আদেশ করেন তা পালনে। আর তাঁরা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই পালন করে।" (সুরা আত-তাহরিম: ৬)

জাহান্নাম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তৃতীয় হিজরি শতকের মহান একজন প্রসিদ্ধ সালাফ ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ২৮১ হিজরি) রচনা করেছেন—"সিফাতুন নার" নামক একটি গ্রন্থ। তারই ভাষান্তরিত রূপ হলো—"জাহান্নাম: দুঃখের কারাগার"।

বইটিতে তিনি কুরআনুল কারিমের আয়াত এবং নবিজির হাদিস, সালাফদের বক্তব্যের সমাহার ঘটিয়েছেন। অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করা হল:

১. মূল কিতাবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে কোন বর্ণনাতে কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা সহজে পাঠকের বোধগম্য হয়।

২. অনূদিত বইটির উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্ত জনের নামটিই রেখেছি। যাতে দীর্ঘ সনদ পাঠে পাঠক ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। সাথে-সাথে কিছু কবিতার অনুবাদ ছেড়ে দিয়েছি, বিনিময়ে কিছু সহিহ বর্ণনা যুক্ত করে দিয়েছি।

৩. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি সাবলীল রাখতে অনেক চেষ্টা করেছি। তাছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করবো ইন শা আল্লাহ।

৪. কয়েকটি জায়গায় মূল মতনে ইবারত পূর্ণাঙ্গ আসেনি, সেক্ষেত্রে মূল বইয়ের মতই অনুবাদ করা হয়েছে।

বিনীত
আম্মার মাহমুদ
২৭-০১-২০২১ ইং

লেখকের জীবনবৃত্তান্ত

নাম ও বংশ

আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু সুফিয়ান আল কুরাশি। তাঁর পর দাদা সুফিয়ান ইবনু কায়েস ছিলেন বনু উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম। সে নিসবতে তাঁকে 'উমাবী ও কুরাশি' বলা হয়।

জন্ম

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ ২০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনোযোগ দেন। বাগদাদে বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

ইমাম মিযযি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। প্রায় ১২০ জন হবে।

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে শুরু করে সাইদ ইবনু সুলাইমান, ইবরাহিম ইবনু মুনযির আল হিযামিসহ বিজ্ঞ ইমামদের থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।'

তাঁর শাগরেদ

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহর শাগরেদ ছিলেন অনেক। তাঁর শাগরেদের মধ্যে হারিস ইবনু উসামা, মুহাম্মাদ ইবনু খালফ ওয়াকি, আবদুর রহমান আল সুকরি, আবদুর রহমান ইবনু হাতেম রাহিমাহুল্লাহুনসহ আরো অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে উলম এবং আদব অর্জন করেছেন।

লিখিত কিতাবাদি

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ অনেক কিতাবাদি রচনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে। কেউ-কেউ বলেছেন, 'তিনি প্রায় ১৬২টি কিতাব রচনা করেছেন।' তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো:

১. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ।
২. আল ইখওয়ান।
৩. ইসলাহুল মাল।
৪. আল আহওয়াল।
৫.আল আওলিয়া।
৬. তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল।
৭.আত তাওবা।
৮.আত তাওয়াযু।
৯.আত তাওয়াক্কুল।
১০.আল হিলমু।
১১.যাম্মুল গিবাহ।
১২.যাম্মুদ দুনিয়া।
১৩.আশ শোকর।
১৪.আশ শিদ্দাতু বা'দাল ফারাজ।
১৫.আয যুহুদ।
১৬.আস সামত ও হিফযুল লিসান।
১৭. আল ইখলাস।
২৮. সিফাতুন নার।
১৯. সিফাতুল জান্নাত।
২০. কিতাবুল কুবুর।

এছাড়াও তাঁর অসংখ্য রচনাবলি রয়েছে।

তাঁর ব্যাপারে অন্যান্যদের প্রশংসাবাণী

ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়ার উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুক, তাঁর মৃত্যুর সাথে অনেক ইলমের মৃত্যু হয়ে গেছে।'

ইবনু আবু হাতেম রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আমি আমার বাবার সাথে তাঁর হাদিস লিখেছি। বাবা বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।'

মৃত্যু

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু ২৮১ হিজরি সনে জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। 'শাওনিযিয়্যাহ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সূচিপত্র

জাহান্নামের আকৃতি ১৭

জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় কামনা করা..... ১৭

জান্নাত-জাহান্নামকে কখনো ভুলে যেও না ১৯

জান্নাত এবং জাহান্নাম মানুষের জন্য দুআ করে ২১

জাহান্নামকে ভয়কারীর অবস্থা ২২

জাহান্নামের দরজাগুলো..... ২২

জাহান্নামের দরজাগুলোর নাম..... ২৩

জাহান্নামের গভীরতা..... ২৪

জাহান্নামের আগুন হবে কালো..... ২৯

জাহান্নামীদের দাঁত হবে পাহাড়ের মত ৩০

জাহান্নামের আগুন হবে কালো..... ৩২

জাহান্নামের গভীরতা..... ৩২

জাহান্নামের পাহাড় এবং উপত্যকাসমূহ..... ৩৪

জাহান্নামের সাউদ পাহাড়..... ৩৪

জাহান্নামে ওয়ায়িল..... ৩৫

লামলাম উপত্যকা..... ৩৬

হাবহাব উপত্যকা..... ৩৬

দুঃখের সাগর..... ৩৭

জাহান্নামের প্রাসাদ এবং পাহাড়সমূহ..... ৩৭

আগুনের ঘর ৩৯

জাহান্নামের কারাগার..... ৩৯

জাহান্নামের ঘর..... ৪০

জাহান্নামের সত্তর হাজার উপত্যকা ৪০

'বুলুস' জেলখানা ৪০

আগুনের উপত্যকা..... ৪১

আগুনের চাক্কি..... ৪১

জাহান্নামের কূপ হবে অনেক গভীর..... ৪১

জাহান্নামীরা বাঁধা অবস্থায় থাকবে ৪২

জাহান্নামের হাতুড়ি শৃঙ্খল ও বেড়িসমূহ.....৪৩
জাহান্নামের হাতুড়ি..... ৪৩
আগুনের বেড়ি পরানো হবে.....৪৪
আগুনের শিকলে জাহান্নামীদেরকে বাঁধা হবে..... ৪৫
জাহান্নামের কালো মেঘ..... ৪৬
জাহান্নামীদের ঘাড়গুলো শিকলে বাঁধা হবে.....৪৭
অহংকারীদের শাস্তি..... ৪৮
আহ! কি নির্মম শাস্তি!.....৪৯
জাহান্নামীদের জন্য নির্দিষ্ট হাতকড়া আছে..... ৫০
জাহান্নামীদেরকে উত্তপ্ত গরম পানি দেয়া হবে..... ৫০

জাহান্নামীদেরকে রক্ত, পুঁজ উত্তপ্ত গরমের আযাব আপ্যায়ন ৫২
জাহান্নাম অধিবাসীদেরকে পুঁজযুক্ত গরম পানি দেয়া হবে.....৫২
সেদিন বিশালকায় দেহ সিহরে পরিণত হবে..... ৫৩
জাহান্নামের একটি স্ফুলিঙ্গ যদি দুনিয়াতে রাখা হয়..... ৫৪
মুহল নামক আযাবের বীভৎস রূপ..... ৫৪
জাহান্নামের একটি স্ফুলিঙ্গ কিংবা একটি মশক ভর্তি পানি..... ৫৫
যাক্কুম ফলের তীব্রতা..... ৫৫
জাহান্নামের একটি মশক ভর্তি পানীয় যদি দুনিয়ায় রাখা হয় ৫৬
গিসলীন হবে জাহান্নামীদের খাদ্য ৫৭
যাক্কুম উদ্ভিদের অবস্থান..... ৫৭
যাক্কুমের পরিণতিতে যা হবে..... ৫৭
জাহান্নামীদের কোন মৃত্যু হবে না.....৬০
নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আয়াত পাঠ করে বেহুশ হয়ে পড়তেন ৬০
'সাদিদ'-এর পরিচয়..... ৬০
জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে অতিথিয়তা হবে বিষাক্ত সাপের বিষ দিয়ে ...৬১
ক্ষুধার তীব্রতায় তারা হস্তদ্বয়কে ভক্ষণরূপে গ্রহণ করবে.....৬১
গাসসাক-এর ব্যাখ্যা ৬২
গাসসাক কি?..... ৬২

জাহান্নামের সাঁপ-বিচ্ছুর আলোচনা ৬৩
জাহান্নামের সাঁপ-বিচ্ছুর বিষক্রিয়া..... ৬৩
বিচ্ছুর নখের দৈর্ঘ্যতা ৬৪
দ্বিগুণ আযাব ৬৪
জমিনের পঞ্চম ও ষষ্ঠতম স্তরে যে প্রাণীসমূহের বসবাস..... ৬৪
জাহান্নামের সাঁপ-বিচ্ছুর খানিক আযাব যদি দুনিয়াতে হত ৬৫
জাহান্নামের ভয়ঙ্কর একটি উপত্যকা ৬৬
জাহান্নামের একটি বিচ্ছুর বিষ যদি দুনিয়ায় ছিটিয়ে দেয়া হয়..... ৬৬
জাহান্নামীরা সাঁপ থেকে পলায়ন করে জাহান্নামের অতলে ডুবে যাবে . ৬৭
যাদের আযাব সবচে' বেশী কঠিন হবে..... ৬৭
বিকট আওয়াজ শোনা যাবে সেদিন..... ৬৮
যামহারীর জাহান্নামীদের হাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে ৬৮
চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের শাস্তির এক বিশেষ পদ্ধতি..... ৬৮
মুনাফিকরা সর্বাধিক কঠিন শাস্তিতে থাকবে ৬৯
প্রাণীর ছবি অঙ্কনকারী কিংবা নবিকে হত্যাকারীর শাস্তি ৬৯
আগুন নিভু নিভু হওয়া মাত্রই আবার প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া হবে ৭০
আগুনের বাক্স ৭০
তারা প্রলম্বিত স্তম্ভসমূহে বাঁধা অবস্থায় থাকবে ৭০

জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন ৭১
আগুন তাদের ঠোঁট চিড়ে মাথা ও নাভিতে নিয়ে লাগাবে ৭১
আগুন তাদেরকে ঝালিয়ে দিবে ৭২
জাহান্নামীদের চামড়া পুড়ে গেলে নতুন চামড়া দেওয়া হবে..... ৭২
জাহান্নামীরা যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে মৃত্যু কামনা করবে ৭২
তারা সেখানে ঝলসে যাওয়া ভীবৎস চেহারায় অবস্থান করবে ৭৩
ওষ্ঠদ্বয় চিড়ে মাথা ও নাভিতে গিয়ে লাগবে ৭৩
আগুন জাহান্নামীদের চেহারাগুলোকে অন্ধকার রাত্রির মত কালো করে দিবে..... ৭৩
আগুন প্রতিদিন জাহান্নামীদেরকে সত্তর হাজার বার গ্রাস করবে ৭৪
পরকালের একদিনের সময় এক হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে..... ৭৫
পাহাড়ের চূড়ায় লিখিত একটি কথা..... ৭৫
তারা সর্বদা বর্ধিত আযাবেই থাকবে..... ৭৬

আযাবের বিভিন্ন ধরণ ৭৭
আগুনের তৈরী হিংস্র প্রাণী ও কুকুরের সামনে জাহান্নামীদের নিক্ষেপ করা হবে ৭৭
জাহান্নামীদেরকে আগুনের শিকলে বাঁধা হবে ৭৮
জাহান্নামীদের বিছানা-পত্রসহ সবই হবে আগুনের ৭৯
মুমিনদের কষ্ট দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি ৮০
আগুন জাহান্নামীদেরকে ঢেকে রাখবে ৮০
কেশ গুচ্ছের স্থান থেকেও মৃত্যু ধেয়ে আসবে ৮১
সবচেয়ে সহজতর হালকা আযাবের বিবরণ ৮১
জাহান্নাম হলো মহাবিপদ ৮১
দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সমীপে অবনত না হওয়ার করুণ পরিণতি ৮২
পিতল গলিয়ে জাহান্নামীদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে ৮৩
তপ্ত আগুনে তারা পুড়ে যাবে ৮৩
জাহান্নাম ক্রোধে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার উপক্রম হবে ৮৪
কিয়ামতের দিন সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না ৮৪
জান্নাতবাসীদেরকে মহাভীতি কোন পেরেশান করবে না ৮৪
আগুন জাহান্নামীদের চামড়া খসিয়ে ফেলবে ৮৫
জাহান্নামের একটি আংটাই হবে পুরো দুনিয়ার সব লোহা সাদৃশ ৮৬
পরকালের সত্তর হাতের পরিমাণ ৮৬
আগুনের উত্তাপ হৃদপিন্ডেও পৌঁছে যাবে ৮৬
জাহান্নামের উদ্ভব রহস্যময় স্বরূপ ৮৭
জাহান্নামে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে প্রতিটি লাগামকে সত্তর হাজার ফেরেশতা টেনে নিয়ে আসবে ৮৮
সেদিন মানুষের উপলব্ধি কোন কাজে আসবে না ৮৮
সেদিন তওবাও কোন উপকারে আসবে না ৮৯
যদি জাহান্নামী ব্যক্তি একটি নিঃশ্বাস ছাড়তো তাহলে লক্ষ মানুষও পুড়ে যেত ৯০
জাহান্নামকে প্রকাশ করা হলে সকলেরই মৃত্যু হত ৯০
জাহান্নামের আর্তনাদ ৯১
জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের তুলনায় অনেক বেশী ৯১
জাহান্নামের তীব্র গরম আবার তীব্র ঠান্ডা ৯২
যামহারীর দ্বারা জাহান্নামীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে ৯২

জাহান্নাম দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ে ৯২
দুনিয়ার আগুন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়.....৯৪
জাহান্নামের আগুনকে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করানো হয়.....৯৪
জাহান্নামের কঠিন আযাবকে ভয় করে জিবরাইলও কাঁদতেন.....৯৪
জাহান্নামীরা সেখানে নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবে না ৯৭
ভয়াবহ আগুনের বাক্সতে জাহান্নামীদেরকে ভরে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে..... ৯৮
জাহান্নাম জাহান্নামীকে দেখে কর্কশ স্বরে ডাকবে..... ৯৯
আগুনের অকুল দরিয়াতে জাহান্নামীকে চুবানো হবে ৯৯
অশ্লীল প্রলাপ শ্রবণকারী ও একবার চুবানো ব্যক্তির কঠোর পরিণতি১০০
অদৃশ্যের আওয়াজ ১০২
নেতৃত্বের দায়িত্ব মূলত আগুনের ভেড়ি পড়িয়ে দেয়ার নামান্তর.....১০২
জাহান্নামীদের আকুতিকে কবুল করা হবে না..... ১০৩
জাহান্নাম কখনো শাস্তি দিতে ক্লান্ত হবে না.....১০৪
জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কের হাত জাহান্নামীদের সংখ্যানুসারে হবে.....১০৫
প্রচন্ড তৃষ্ণায় রক্ত-পুঁজ গলধঃকরণের চেষ্টা করবে কিন্তু সহজে সে তা গিলতে পারবে না ১০৫
মৃত্যুর কষ্ট-যন্ত্রণাও তাকে পিড়া দিবে কিন্তু সে মরবে না.....১০৫
জাহান্নাম প্রাসাদসম স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপণ করবে..... ১০৬
প্রতি সত্তর হাজার লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে..... ১০৬
সেদিন সকলেই রব্বী নাফসি! নাফসি! বলতে থাকবে.....১০৭
মানুষ এবং জিন ব্যতীত জাহান্নামের নিঃশ্বাসের আওয়াজ সবাই শুনতে পায়.....১০৭
জাহান্নামীদেরকে বিশেষ পোষাক পরিধান করিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে.....১০৭
জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থান..... ১০৮
আযাবের সর্বনিম্ন স্তরের বর্ণনা ১০৮
জাহান্নামকে যখন রবের সামনে টেনে নিয়ে আসা হবে..... ১০৮
জাহান্নাম কিভাবে তৈরী হবে ১০৯
জান্নাত-জাহান্নাম কোথায়?.....১১০
সমুদ্রের তলদেশে জাহান্নামের অবস্থান ১১০

জাহান্নামীদের সম্পর্কে সবচেয়ে কঠিনতর আয়াত ও কঠিনতর মুহূর্ত..১১১
সেখানে কোন ঘুম নেই বরং গাস্‌সাক আর হামীম-ই হবে নিত্য সঙ্গী ১১২
জাহান্নামের এক লোকমা খাদ্য ১১৩
জাহান্নামীরা কাঁটাবিশিষ্ট খাদ্য খাবে.....১১৩
সালাফদের কান্না ১১৩
জাহান্নাম আমায় একটুও অবকাশ দেয়নি যে ঈষৎ নিদ্রা যাবো..... ১১৪
সালাফদের রাত্রিগুলো ১১৪
সেদিন অগ্নিতে তারা সাজাপ্রাপ্ত হবে ১১৫
হে অগ্নি! জাহান্নামীদেরকে গ্রাস করে নাও..... ১১৫
হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহর নাসিহা..... ১১৫
সালাফদের দুনিয়াবিমুখতা ১১৬
জান্নাতের চেয়েও জাহান্নাম জাহান্নামীদের জন্য অধিক আগ্রহে ওঁৎ পেতে থাকবে ১১৬
জাহান্নামীরা এক হাজার বছর চিৎকার করতে..... ১১৬
আগুনকে অতিক্রম না করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না ১১৭
জাহান্নামের চিন্তা-ফিকির করা উচিত ১১৭
জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থান হবে বর্শার ফলার চেয়েও সংকীর্ণ..... ১১৭
জাহান্নামের অবিচ্ছেদ আযাব.....১১৮
জাহান্নামীদেরকে আগুনের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে.....১১৮

জাহান্নামীদের কান্না.....১১৯
ক্রন্দন না এলেও ক্রন্দনের ভাব ধরো.....১২০
দুনিয়া হলো কান্নার আসল জায়গা ১২০
এপারের অশ্রু ওপারের জন্য বড় পুঁজি ১২১
দুনিয়াতে কম হাসা এবং বেশী করে কাঁদা আবশ্যক..... ১২২
জাহান্নামের ভয়ে ফেরেশতারাও কখনো হাসেননি ১২৩
জাহান্নামের ভয়ে আরশের নিচের ফেরেশতারাও কখনো হাসে না ... ১২৪
জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে মিকাঈল আলাইহিস সালাম হাসেননি..... ১২৪
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ.....১২৫
আল্লাহর ভয়ে দাউদ আলাইহিস সালামের অধিক কান্নাকাটি.....১২৫
বিলাপ করার আগে বিলাপ করে নাও ১২৬
আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি.....১২৬

দাউদ আলাইহিস সালাম আযাবের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতেন .. ১২৭
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আযাবের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতেন
..... ১২৭
যে দুআয় ফেরেশতাদের চোখে অশ্রু ঝরেছিল ১২৭
প্রথম ও শেষ আযাবের বর্ণনা ১৩০
জাহান্নামীদের মাঝে চার ব্যক্তির শাস্তি আরো বৃদ্ধি করা হবে ১৩০
কাউকে কোন আমলের কথা বলে নিজে এ আমল না করার ভয়াবহ
পরিণতি ১৩২
জাহান্নামের ইন্ধন পাথরটি হবে দিয়াশলাই যুক্ত ১৩৪
ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে একটি পর্বতের রহস্যজনক ঘটনা...১৩৫
সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো পানি পান করানো..... ১৩৬
সেদিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট ফরিয়াদ করবে কিন্তু সে ফরিয়াদ কোন
কাজে আসবে না ১৩৬
প্রচন্ড তৃষ্ণায় মনে হবে যেন দেহ থেকে ঘাড় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে....১৩৭
তারা প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ হবে.....১৩৭
জাহান্নামী ব্যক্তির প্রতি ফেরেশতাদের ক্রোধের চেয়েও অগ্নির ক্রোধ হবে
সত্তর গুণ উর্ধ্বে ১৩৮
আগুন জাহান্নামীদের চামড়া ও মাংসপিণ্ড হাড়সমূহ থেকে পৃথক করে
দিবে.....১৩৯
জাহান্নামীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত.....১৪০
তপ্ত আগুনে তারা পুড়ে যাবে ১৪১
জাহান্নামের আগুন প্রতিদিন সত্তর হাজার বার গ্রাস করবে... ..... ১৪১
পিতল গলিয়ে তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে..... ১৪১
সেদিন ভাই ভাইকে ভুলে যাবে..... ১৪২
সেদিন প্রকাশ করা হবে আমলনামা ও সকল গোপনীয় বিষয় ১৪২
জালিমদের কোন সুপারিশকারী থাকবে না ১৪৩
জাহান্নামীদের সাথে পূর্ণ কথোপকথন ও শয়তানের ভাষণ ১৪৪
তাদের চেহারা লেপটানো এক খন্ড গোশতের আকৃতি ধারণ করবে..১৫০
জাহান্নামীদের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত হল তিনি তাদের দিকে রহমতের
দৃষ্টিতে তাকাবেন না..... ১৫১
জাহান্নামে কাফেরদের সাথে উপহাস করার ধরণ ১৫১
জান্নাতী ব্যক্তি একটি ছিদ্র দিয়ে নিজ শত্রুকে দেখতে পাবে ১৫২

জাহান্নামের ভয়ে মানসুর ইবনুল মুতামিরের মৃত্যু ১৫২
সকলের সামনে মৃত্যুকে যবেহ্ করা হবে ১৫২
প্রত্যেকেই তার বরাদ্দকৃত জায়গা দেখতে পাবে ১৫৩
হাত-পা বাঁধা থাকায় শাস্তিকে মুখ দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে . ১৫৫
জাহান্নামীদের চর্ম দগ্ধীত হলে প্রতিবারই নতুন চর্ম পরিবর্তন করে দেয়া হবে..... ১৫৬

জাহান্নামের আকুতি

জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় কামনা করা

[১] আবি লাইলা আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল সালাতগুলোতে জাহান্নামের কথা স্মরণ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের বলতেন,

تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ

"তোমরা আল্লাহর নিকট জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় কামনা করো। ধ্বংস হোক জাহান্নাম-অধিবাসীগণ।"[১]

---

[১] আস সুনান, আবু দাউদ: ৪৭৫১।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের বিশেষ চারটি মাধ্যম রয়েছে।

প্রথম দু'টি নিজ ইচ্ছার আওতাধীন।

১. আমলের মাধ্যমে। ২. **দুআর মাধ্যমে।**

শেষ দু'টি রবের ইচ্ছাধীন।

৩. **সন্তানকে ওপারে নিয়ে যাওয়া।** ৪. **রবের করুণা।**

প্রথমত: বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন সাওম (রোযা) পালন করবে, আল্লাহ তাআলা সেই একদিনের সাওমের বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরে সরিয়ে রাখবেন।" (অর্থাৎ তার চেহারা জাহান্নাম থেকে বহু দূরে থাকবে।) [আস-সুনান, নাসায়ী: ২২৪৪]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—"যার সক্ষমতা আছে সে যেন নিজেকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে নেয়, যদিও তা এক টুকরো খেজুরের মাধ্যমে হয়।" [আস সহিহ মুসলিম: ১৬৮৭।]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—"আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক আদম সন্তানকেই ৩৬০ টি গ্রন্থিবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি ঐ সংখ্যা পরিমাণ 'আল্ল-হু-আকবার' বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু' বলবে, 'সুবহা-নাল্ল-হু' বলবে, 'আস্তাগফিরুল্ল-হু' বলবে, মানুষের চলার পথ থেকে একটি পাথর বা একটি কাঁটা বা একটি হাঁড় সরাবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে চলাফেরা করবে যে, সে নিজেকে ৩৬০ (গ্রন্থি) সংখ্যা পরিমাণ জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে অর্থাৎ বেঁচে থাকবে। আবু তাওবাহ তাঁর বর্ণনায় এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, সে এ অবস্থায় সন্ধ্যা করবে।" [আস-সহিহ, মুসলিম: ২২২০]

হাদিসে বর্ণিত এ জাতীয় আরো অনেক বিশেষ বিশেষ আমল রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন দুআর মাধ্যমেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য বিভিন্ন দুআ শিখিয়েছেন। যা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা যখন কেউ (সালাতে) তাশাহহুদ পড় তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা করবে। এ বলে দুআ করবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম ওয়ামিন 'আযা-বিল কবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া- ওয়াল মামা-তি ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-ল।"- (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসিহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) [আস-সহিহ, মুসলিম: ১২১১]

হাদিসে বর্ণিত এ জাতীয় আরো অনেক দুআ রয়েছে। যেমন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুআয়) বলতেন,

জান্নাত-জাহান্নামকে কখনো ভুলে যেও না

[২] ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবায় এ কথা বলতে শুনেছি,

لَا تَنْسَوُا الْعَظِيمَتَيْنِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা, অতিশয় বার্ধক্য, গুনাহ আর ঋণ থেকে। কবরের ফিতনা এবং কবরের শাস্তি থেকে। জাহান্নামের ফিতনা এবং এর শাস্তি থেকে, আর ধনশালী হবার পরীক্ষার মন্দ পরিণতি থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাচ্ছি দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমার গোনাহ-এর দাগগুলো বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন এবং আমার অন্তরকে সমস্ত গোনাহ-এর ময়লা থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি শুভ্র বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর আমার ও আমার গোনাহগুলোর মধ্যে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যতটা দূরত্ব আপনি দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।" [আস-সহিহ, বুখারি: ৬৩৬৮]

তৃতীয়ত: তাকদিরী বিষয়, সেটি হল—যদি কারো দু'টি বা তিনটি সন্তান মারা যায়, তাহলে সেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, যদি তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারে এবং আল্লাহর উপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি সুধারণা করতে পারে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—"স্ত্রী লোকদের তিনটি সন্তান মারা গেলে তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ, যদি দু'টা সন্তান মারা যায় তাহলেও কি প্রতিবন্ধক হবে। তিনি বললেন, দু'টি সন্তান মারা গেলেও হবে।" [আস-সহিহ, বুখারি: ১০১]

চতুর্থত: রবের অশেষ করুণা। জান্নাতে যাওয়ার জন্য মূলত এটাই আসল। যেমনটি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—"তোমাদের কোন লোক তার আমাল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। আর আল্লাহর রহমত ও দয়া ব্যতীত আমি নিজেও রক্ষা পাব না।" [আস-সহিহ, মুসলিম: ৭০১৪]

"তোমরা বড় দু'টি জিনিষকে ভুলে যেও না।"[২]

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—'হে আল্লাহর রাসুল, বড় দু'টি জিনিষ কি?' উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

الْجَنَّةُ وَالنَّارُ

"জান্নাত এবং জাহান্নাম।"

---

[২] অপর এক বর্ণনায় জাহান্নামকে নিয়ে আলোচনা করার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যিকিরে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর যিকিরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞেস করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন—হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক আপনার ইবাদাত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর অধিক অধিক আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব, তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবেন, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী হত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারীরা যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না। [আস-সহিহ, বুখারি: ৬৪০৮]

এরপরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নাসিহা করলেন। তাঁর চোখের অশ্রুগুলো দু'পার্শ্বের দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। এরপরে তিনি বললেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مِنْ عِلْمِ الْآخِرَةِ مَا أَعْلَمُ، لَمَشَيْتُمْ إِلَى الصَّعِيدِ، فَلَحَثَيْتُمْ عَلَى رُؤُوسِكُمُ التُّرَابَ

"যার হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন, তার শপথ করে বলছি, পরকাল সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে এবং তোমাদের মাথায় সবসময় মাটি দ্বারা ধূসরিত করে রাখতে।"[৩]

[৩] আবদুল আলা রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'মানুষজন যখন কোন সমাবেশে একত্রিত হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা না করেই উঠে পড়ে তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন—আহ! তারা আজ বড় দু'টি জিনিসকে উপেক্ষা করেছে।'[৪]

জান্নাত এবং জাহান্নাম মানুষের জন্য দুআ করে

[৪] আবদুল আলা রাহিমাহুল্লাহু বলেন, বনি আদমের কিছু প্রার্থনায় জান্নাত এবং জাহান্নামও তাদের অনুগামী হয়ে রবের নিকট তার ব্যাপারে প্রার্থনা করে। বনি আদম যখন বলে, 'আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি' তখন জাহান্নাম আল্লাহর সমীপে বলে—'হে আমার রব, আপনি তাকে আমার থেকে মুক্ত করে দিন।' আবার সে যখন বলে—'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জান্নাত কামনা করছি।' তখন জান্নাত আল্লাহর সমীপে বলে—'হে আল্লাহ, আপনি তাকে আমার কাছে পৌঁছে দিন।'[৫]

---

[৩] আস সুনান, ইবনু মাজাহ: ৪১৯০।

[৪] হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৫/৮৮।

[৫] হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৫/৮৮।

জাহান্নামকে ভয়কারীর অবস্থা

[৫] কুলাইব ইবনু হুযনুল জারমি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ النَّارَ لَا يَنَامُ هَارِبُهَا، وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا. اطْلُبُوا الْجَنَّةَ جَهْدَكُمْ، وَاهْرُبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ

"জাহান্নাম থেকে নিজেকে আত্মরক্ষাকারী ব্যক্তি কখনো ঘুমায় না। আর জান্নাত অন্বেষণকারী ব্যক্তিও কখনো ঘুমায় না। সুতরাং তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী জান্নাত অন্বেষণ করো এবং সাধ্যানুযায়ী জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করো।"[৬][৭]

জাহান্নামের দরজাগুলো

[৬] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ، كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً

"জাহান্নামের বেষ্টনী হবে চারটি প্রাচীর, প্রতিটি প্রাচীর হবে পুরো চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান।"[৮]

---

[৬] আস সুনান, তিরমিযি: ২৬০১।

[৭] এক বর্ণনায় হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—"আমি জাহান্নামের মত [ভয়াবহ আর] কোন কিছু দেখিনি, অথচ তার আত্মরক্ষাকারীগণ ঘুমে বিভোর এবং জান্নাতের মতও [মনোমুগ্ধকর] কোন কিছু দেখিনি, অথচ তার অন্বেষণকারীগণও ঘুমে বিভোর।"

এর পদ্ধতি সম্পর্কেও অনেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে, আদী ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে (আল্লাহর কাছে) এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং তিনবার মুখ ফিরিয়ে অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর যদি তা এক টুকরো খেজুরের মাধ্যমেও হয়। আর যদি তোমরা এতটুকু দান করতেও সমর্থ না হও তাহলে ভাল কথার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচো।" [আস-সহিহ, মুসলিম: ২২৪]

[৮] হাদিস: দুর্বল। আস সুনান, তিরমিযি: ২৫৮৪।

[৭] আলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'জাহান্নামের ফটকগুলো এরূপভাবে একটি অন্যটির উপরে থাকবে।'

হাদিসটি আবু শিহাব বর্ণনা করছিলেন আর হাতে এ থেকে এই ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন।

জাহান্নামের দরজাগুলোর নাম

[৮] আল্লাহ তাআলার বাণী:

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

"[জাহান্নাম] তার রয়েছে সাতটি দরজা।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'সে সাতটি দরজার প্রথমটি হল জাহান্নাম। দ্বিতীয়টি লাযা, তৃতীয়টি আল-হুতামা, চতুর্থটি সাঈর, পঞ্চমটি সাকার, ষষ্ঠটি জাহিম, যেখানে আবু জাহিল থাকবে। সপ্তমটি হাবিয়া।'

[৯] ইয়াযিদ ইবনু আবি মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'জাহান্নামে প্রজ্জ্বলিত আগুনের সাতটি স্তর রয়েছে। সেখানে কখনো এক স্তর অন্য স্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে না এই ভয়ে যে, সে স্তর তাকে গ্রাস করে নিবে।'

[১০] আল্লাহ তাআলার বাণী:

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

"[জাহান্নাম] তার সাতটি দরজা রয়েছে।"[৯]

ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—জাহান্নামের দরজা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জাহান্নামের সাতটি স্তর থাকবে।

[১১] আল্লাহর তাআলার বাণী:

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

"প্রত্যেক দরজার জন্য এক-একটি পৃথক দল [ফেরেশতাগণ] নিয়োজিত থাকবে।"[১০]

---

[৯] সূরা হিজর: ৪৪।

এর ব্যাখ্যায় কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রতিটি দরজার স্তর হবে ব্যক্তির কৃতকর্ম অনুপাতে।'

জাহান্নামের গভীরতা

[১২] আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ أَنَّ حَجَرًا قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ لَهَوَى سَبْعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا

"যদি কোন একটি পাথর জাহান্নামে ছুঁড়ে মারা হয়, তাহলে সেটা জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছার পূর্বে সত্তর বছর পর্যন্ত গড়াতে থাকবে।"[১১]

[১৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমরা আকস্মাৎ কোনো জিনিস পতিত হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন,

هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا

"তোমরা জান এটা কি? আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সবচে' বেশী জ্ঞাত।' তিনি বললেন—"এটা ওই পাথর, যেটি সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এখনই তা জাহান্নামের

---

[১০] সুরা হিজর: ৪৪। তাফসিরে ইবনু কাসির: ২/৫৫২।

[১১] সনদ: দুর্বল। আস-সহিহ, ইবনু হিব্বান: ৭৪২৫। তবে এই ব্যাপারে সহিহ সনদে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

তলদেশে গিয়ে পৌঁছল। ফলে তারই পতিত হওয়ার শব্দ তোমরা শুনতে পেলে।"[১২]

[১৪] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ أَنَّ حَجَرًا كَسَبْعِ خَلِفَاتٍ شُحُومِهِنَّ وَأَوْلَادِهِنَّ أُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ لَهَوَى سَبْعِينَ عَامًا لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا

"যদি একটি পাথর যেটা সাতটি চর্বিযুক্ত এবং গর্ভবতী উটের মত পাথরকে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারা হয়; তাহলে সে পাথরটি সত্তর বছর পর্যন্ত পতিত হওয়া সত্ত্বেও সেটি জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে পারবে না।"[১৩]

[১৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মিরাজ রাতে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উর্ধ্বগমন করানো হলো, সেদিন নবিজির সাথে জিবরাইল আলাইহিস সালামও ছিলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কোনো একটি ভারি বস্তু পতিত হওয়ার শব্দ শুনতে পেয়ে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الْهَدَّةُ؟

"হে জিবরাইল, পতিত হওয়ার শব্দটি কিসের?"

উত্তরে জিবরাইল আলাইহি সালাম বললেন—'এটা একটি পাথরের আওয়াজ, যে পাথরটি আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করেছেন, সেটি সত্তর বছর পর্যন্ত জাহান্নামের গভীরে যাচ্ছিল, এখনই তা জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছেছে।' আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর থেকে কেবল মুচকি হেসেছেন। কখনো গাল ভরে হাসেননি।'[১৪]

---

[১২] আস-সহিহ, মুসলিম: ৮/১৫০।

[১৩] সনদ: দুর্বল। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/৩৯৩।

[১৪] সনদ: দুর্বল। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/৩৯৩।